দৈনিক বাংলা
৮/১/৭৮ ইং

দৈনিক বাংলা ৮/১/৭৮
দাম ৬০ পয়সা

দেশের অর্ধেকেরও বেশী লোক অন্যের ওপর নির্ভরশীল

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৭৪ সালের আদমশুমারীর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। ব্যুরোর এই রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৭৪ সালের ১লা মার্চের গণনা অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৭ কোটি ১৪ লাখ ৭৯ হাজার ৭১। এর মধ্যে পুরুষ ৩ কোটি ৭০ লাখ ৭১ হাজার ৭শ' ৪০ এবং মহিলা ৩ কোটি ৪৪ লাখ ৭ হাজার ৩শ' ৩১।

শনিবার এক সরকারী হ্যান্ডআউটে দেয়া এই খবরে বলা হয়: 'বাংলাদেশ আদমশুমারী রিপোর্ট, ১৯৭৪: ন্যাশনাল ভলিউম' শীর্ষক এই চূড়ান্ত রিপোর্টে জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যাগত ও সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের টীকাভাষ্যসহ ২৪টির মতো তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে।

রিপোর্টে প্রকাশ, বাংলাদেশ বিশ্বে জনসংখ্যার দিক থেকে ৮ম স্থানের অধিকারী এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের স্থান সবার ওপরে। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, বর্তমান যে অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ তার জন-

(শেষ পৃঃ ৫-এর [illegible] কঃ)

নির্ভরশীল

দৈনিক বাংলা ৮/১/৭৮

(১-এর পৃঃ পর)

সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৮ লাখ ৪০ হাজার ২শ' ৩৫। দুই শুমারীর মধ্যবর্তী সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার দাঁড়ায় শতকরা ২ দশমিক ৬ ভাগ।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নেয়া আদমশুমারীতে দেখা যায়, মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বয়স্ক এবং জনসংখ্যার গড়পড়তা বয়স সাড়ে ২১ বছর। ১৫ বছরের কম বয়স্ক ব্যক্তি মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ দশমিক ১ ভাগ এবং ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তি শতকরা ৫ দশমিক ৭ ভাগ। অর্থাৎ জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী নির্ভরশীল অর্ধেকেরও কম যারা তাদের ওপর। জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম চারটি নগর হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং নারায়ণগঞ্জ। ঢাকা নগরীর জনসংখ্যা ১৬ লাখ ৭৯ হাজার ৫শ' ৭২।

১৯৬১'র তুলনায় ১৯৭৪-এ বাংলাদেশের শিক্ষিতের হার শতকরা ৪ দশমিক ৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্কদের হিসাব ধরে ১৯৭৪-এ শিক্ষিতের হার ছিল ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ। শহরাঞ্চলে এই হার অবশ্য গ্রামাঞ্চলের দ্বিগুণ — শতকরা ৪৪ ভাগ।